সংবাদ

তারিখ 12 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য

মারুফ কামরুল

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বরাবরের মতোই এ দেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চপর্যায়ের লেখাপড়া করতে হলে ভর্তি যুদ্ধে নামতে হয়। মেধা, যোগ্যতা অথবা ভাগ্যের জোরে যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ করে নিল তারা তো বেঁচে গেল। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধারণক্ষমতা শেষ হয়ে গেলেও থেকে যায় লাখ লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার মনোবাসনা। এসব আশাহত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা নিয়ে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। উচ্চমানের জ্ঞানপিপাসুদের প্রতিভা বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্বে কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আওতায় ছিল এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হিমশিম খেতে হতো। আর এসব চাপ কমাতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার মানে দাঁড়াল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যাদের ঝেড়ে ফেলেছে তাদের পাশে দাঁড়াল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কিন্তু প্রথম থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা। কারণ প্রতিটা সেক্টরের প্রধানের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটি কেমন চলবে। আমরা একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাব যে, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে একটি ভালো মানের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে আসে এবং একই সময়ে বঙ্গবন্ধুও এই প্রস্তাবটি তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে এ জাতি তাদের পিতাকে বিদায় দেয়। নব্বই দশকে আকস্মিকভাবে অকেটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। যার ভিসি করা হয় ড. মুহাম্মদ আবদুল বারীকে। যিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকারের আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে তাকে ভিসি থেকে সরানো হয় এবং জিয়াউর রহমান এসে আবার তাকে পূর্বে পদে বহাল রাখলেন। আবারও তার পতন হয় শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে তাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে আসীন করান। তো বুঝাই যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা এখন থেকে কী আশা করতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের কোর্স শেষ করতে প্রায় ৮ বছর সময় অতিবাহিত হতো, এসব জেনেও শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। শিক্ষার্থীরা মনে করে, যাক নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কিন্তু এই চরম ভোগান্তি শুধু শিক্ষার্থীদের জীবনে নয় জাতির জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে রীতিমতো। কারণ তারা অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে করতে আর সরকারি চাকরির বয়স থাকে না। তাহলে এ ভোগান্তি তো জাতিরই ভোগান্তি। এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি কলেজগুলোকে নিজ নিজ অঞ্চলের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আওতায় নিয়ে আনার প্রস্তাব চলছিল, পরে যে কারণেই হোক তা গৃহীত হলো না। পরে বর্তমান ভিসি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ এই সেশন জটের ব্যাপারটি খুব যত্নের সঙ্গেই বিবেচনা করেছেন এবং সেশন জট প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছেন। সেশন জট যদিও কমেছে কিন্তু ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে নেয়া হচ্ছে অধিক সময় এবং নির্দিষ্ট সময় নেই বললেই চলে। দেখা গেছে একটি ফল প্রকাশের আগেই অন্য একটি প্রি-টেস্ট পরীক্ষা চলে আসে। এতে করে অনেকেই ফলাফলের আশায় বই কিনে না এবং পরে একটি দায়সারা গোছের ফল বহন করতে হয়। ধরা যাক এটাও শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য।

গত ৫ আগস্ট প্রায় সাড়ে ৪ থেকে ৫ মাস পরে সম্মান ১ম বর্ষের ফলাফল প্রকাশিত হলো। এ রেজাল্ট নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হলো নতুন ক্ষোভ ও হতাশা। অনেকের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ঢাকা কলেজেসহ অন্যান্য অনেক কলেজে ছাত্রদের দাবি তাদের খাতা ভালোভাবে নিরীক্ষা করা হয়নি। কেউ কেউ যা উত্তর করেছে তার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে আবার কারও ক্ষেত্রে উত্তর করেও নম্বর পায়নি এমনটাই শোনা যাচ্ছে। এটা না হয় মেনে নেয়ার মতো কিন্তু ৪ ঘণ্টা পরীক্ষার হলে উপস্থিত থেকে হাজিরা শিটে স্বাক্ষর করার পরেও যখন ফলাফল আসে অনুপস্থিত তখন ছাত্রদের মানসিক অবস্থা কেমন হওয়ার কথা সেটা কর্তৃপক্ষ আমার চেয়ে ভালো বোঝেন। ৫ মাস পরে রেজাল্ট দেয়ার পরেও এই অবস্থা কারও সহ্য হওয়ার মতো নয়। ঢাকা কলেজের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র মো. মোবরকের (রেজি নং : ১৪২১০২২৫৬০৪) সহ আরও একজনকে অনুপস্থিত দেখা গেছে। বিক্রমপুর কেবি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের আনুমানিক ৪০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজনের একই অবস্থা। এই যদি হয় অবস্থা তা হলে এটাকেও কী শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য বলব, নাকি তাদের হতাশার উৎস বলব? শিক্ষার্থীদের নিয়ে কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খেলা করছে? নাকি তাদের দুর্বল ভাবা হচ্ছে? আর না হয় জাতিকে হতাশার চাদরে ঢেকে দেয়া হচ্ছে।

২০১৬ অনুষ্ঠিত সম্মান ১ম বর্ষে বাংলা বিভাগের 'ব্যবহারিক বাংলা' পরীক্ষার প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে প্রায় ৪টি বানান ভুল ছিল। ব্যবহারিক বাংলা বিষয়ে বাংলা বানানের নিয়ম শেখানো হয় আর সে প্রশ্নে প্রায় ৪টা বানান ভুল এটা মেনে নেয়ার মতো নয় বরং লজ্জার বিষয়। এখন প্রশ্ন হলো 'প্রশ্ন' কী নীলক্ষেতের অশিক্ষিত লোকেরা টাইপ করে? নিশ্চয় নয়! তবে কেন বানান ভুল হবে? প্রধান পরীক্ষকের কাছে কী বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়নি, নাকি দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন?

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটি উসকানিমূলক নোটিশ দিল। এখন থেকে নাকি ৪ ঘণ্টার পরীক্ষা সাড়ে ৩ ঘণ্টায় নেবে। এ নিয়ে ঢাকা কলেজসহ সারা দেশের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। জাবির এমনটাই মনে হলো যে, ছাত্রদের তারা ৩০ মিনিট সময় বেশি দিচ্ছে এবং তাদের তহবিলের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে এখনও এমন পরীক্ষক আছেন যারা পৃষ্ঠা গুনে নাম্বার দেন। আবার কেউ আছেন খাতায় শুধু শুধু বেশি লেখা দেখলে বিরক্তবোধ করেন। তাই একজন পরীক্ষার্থীকে উত্তর করার সময় দু'দিকেই খেয়াল রাখতে হয়। যাতে পৃষ্ঠা গুনে নাম্বার দেয়া পরীক্ষকও তৃপ্ত থাকে এবং উত্তম পরীক্ষককেরও মন ভরে। এত কিছু মাথায় রেখে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষার্থীদের ৪ ঘণ্টাও কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর সাড়ে ৩ ঘণ্টা হলে তো শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে। শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা জাতীর জন্য কল্যাণকর হবে না।

আমরা জানি যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২১৫৪টি কলেজে বিস্তৃত এবং প্রায় ২১ লাখের বেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে সামনে হাঁটছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে। কিন্তু তাদের নিয়মনীতির খেয়ালিপনার কারণে আজ এ ২১ লাখ শিক্ষার্থীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যদি তারা বলি না ভাবত তবে কেন ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়, কেন পরীক্ষা দেয়া সত্ত্বেও ফলাফল অনুপস্থিত আসবে? কেন ছাত্রদের রাস্তায় নামতে হবে? কেন তাদের ভুল ছাত্রদের বহন করতে হবে? কেন পরীক্ষার রুটিন, ফলাফল ভুল প্রকাশ, পরীক্ষার সময় নিয়ে প্রতিনিয়ত ছাত্রদের মাঠে নামতে হয়? আর যদি সারা দিন তাদের অধিকারের জন্য রাস্তায় থাকতে হয় তবে তারা কখন করবে জ্ঞানার্জন? কর্তৃপক্ষ কী জানেন না যে একটি ভুল ফলাফল একটি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে? কেন রেজাল্টের জন্য চ্যালেঞ্জে যেতে হয়, প্রথমই কী সঠিক ফলাফল প্রকাশ সম্ভব নয়?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব কে দেবে, কখন দিবে, সেটা বড় কথা নয় এবং প্রশ্নের জবাব চাইও না, চায় শুধু সুষ্ঠু সমাধান । আমার মনে হয় এটা শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য যে তারা সব দরজা ঘুরে যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয় তখন কর্তৃপক্ষ ভাবে এদের কোন গতি না থাকায় এখানে আসছে। আমরা যেমন ইচ্ছা করে যেতে পারব। আর এমন ধারণাই যদি হয়ে থাকে তবে তা হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সবচেয়ে বড় ভুল। কারণ ২১ লাখ শিক্ষার্থীর কাছে কোনো অনিয়ম টিকে থাকবে না, এক ফুঁয়ে সব ভুল সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দিতে তারা প্রস্তুত। তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক পথে না গিয়ে কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা। শিক্ষার্থীদের শুধু শুধু হয়রানি না করে, জাতির একটা বিরাট অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের ও জাতিকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে সর্বাত্মক সহযোগিতা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি।

[লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট]